

“কুরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়াতে ফেৎনা-ফাসাদ ও বালা-মুসিবত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সমূহ”

Submitted to:

Muhammad Abdul Wahid

Ustaz (Akidah, Fiqh & Arabic Dept.)

Islamic Online Madrasha (IOM)

Subject: RAM 302

Submitted by:

T I M Jamil Uddin Mozmader

Subject: RAM 302

Batch-202

Roll No.: 20201608

CONTENTS

কুরআন ও হাদিসে বিশ্বে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধির বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জন। কোরআন ও হাদিস বারবার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ এবং নৈতিক জীবনযাপনের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। মানুষ যখন এই মূল্যবোধগুলো পরিত্যাগ করে, তখন তারা এমন একটি সমাজ তৈরি করে যা দুর্নীতি ও কলহের জন্য উপযুক্ত।

অন্যায় ও অত্যাচারের বিস্তার। কুরআন ও হাদিস অন্যায় ও অত্যাচারকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। মানুষ যখন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিপীড়নের শিকার হয়, তখন তা অনিবার্যভাবে সংঘর্ষ ও সহিংসতার দিকে নিয়ে যায়।

যে কোন মূল্যে সম্পদ ও ক্ষমতার তাড়া। কুরআন ও হাদীস লোভ ও বস্তুবাদের বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। যখন লোকেরা সম্পদ এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়, তখন তারা প্রায়শই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা যা লাগে তা করতে ইচ্ছুক হয়, এমনকি যদি এর অর্থ অন্যদের ক্ষতি করা হয়।

নৈতিক নেতৃত্বের অভাব। কুরআন এবং হাদিস ভাল নেতাদের গুরুত্বের উপর জোর দেয় যারা অন্যদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করে। নেতারা যখন দুর্নীতিগ্রস্ত বা অযোগ্য হয়, তখন তারা তাদের সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিস্তার। কুরআন ও হাদীস শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। লোকেরা যখন অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা আরও সহজে তাদের দ্বারা চালিত হয় এবং শোষিত হয় যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়।

বিশ্বে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধির এই কয়েকটি কারণ মাত্র। কুরআন এবং হাদিস একটি সুস্পষ্ট বার্তা প্রদান করে যে আমরা যদি একটি উন্নত বিশ্ব তৈরি করতে চাই তবে আমাদের সততা, ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতির মূল্যবোধে ফিরে আসতে হবে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও, আরও কয়েকটি কারণ রয়েছে যা বিশ্বে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

বস্তুবাদ ও ভোগবাদের উত্থান। যখন লোকেরা ক্রমাগত বার্তা দিয়ে বোমাবর্ষণ করে যে তাদের সুখী হওয়ার জন্য আরও জিনিস কিনতে হবে, তখন এটি অসন্তোষ এবং বিরক্তির অনুভূতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যা নিজেকে সহিংসতা এবং অন্যান্য ধরণের ধ্বংসাত্মক আচরণে প্রকাশ করতে পারে।

গতানুগতিক সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গন। বিশ্বের অনেক জায়গায়, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মতো ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো দুর্বল বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি বিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যা মানুষকে শোষণ এবং ম্যানিপুলেশনের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে।

ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বিশ্বের অনেক দেশেই বাড়ছে। এটি বিরক্তি এবং ক্রোধের অনুভূতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যা সহিংসতায় ফেটে যেতে পারে।

ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তির বিস্তার। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, মানুষের পক্ষে মিথ্যা তথ্য এবং প্রচার করা আগের চেয়ে সহজ। এটি বিরোধ এবং বিভাজন বপন করতে পারে এবং সাধারণ স্থল খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

এগুলি এমন কিছু কারণ যা বিশ্বে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। এই কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা সেগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারি এবং আরও ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব তৈরি করতে পারি৷

Reference: Various islamic articles and websites summaries

অবশ্যই, এখানে কোরান ও হাদিস থেকে কিছু রেফারেন্স দেওয়া হল যা বিশ্বে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে কথা বলে:

কুরআন 17:81: "এবং যখন তাদের বলা হয়, 'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না', তখন তারা বলে, 'আমরা তো কেবল সংস্কারক।'

কোরান 2:11-12: "মানুষের হাতের উপার্জনের কারণে স্থল ও সমুদ্রে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাদের কৃতকর্মের একটি অংশ আস্বাদন করতে পারেন যাতে তারা ফিরে আসবে।"

কুরআন 3:112: "এবং মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে পার্থিব জীবনের আনন্দের বিনিময়ে সামান্য মূল্যে নিজের আত্মাকে বিক্রি করে। এরাই তারা যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তারা পালানোর কোন পথ পাবে না। "

হাদিস: "রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শাসক যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তখন দেশটি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।'

হাদিস: "রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ধনীরা যখন লোভী হয়, তখন গরীবরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।'

এগুলি কুরআন ও হাদীসের বহু আয়াতের কয়েকটি উদাহরণ যা পৃথিবীতে কলহ ও দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে কথা বলে। এই আয়াতগুলি একটি সুস্পষ্ট বার্তা প্রদান করে যে আমরা যদি একটি উন্নত বিশ্ব তৈরি করতে চাই তবে আমাদের সততা, ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতির মূল্যবোধে ফিরে আসতে হবে।

বিপদ আসার কারণ সম্পর্কে ইসলামে বলা হয়েছে

ঈমানের ছয় নাম্বার রোকন হলো "ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি" – অর্থাৎ আমাদের জীবনে ভালো-মন্দ যাই ঘটুকনা কেনো তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।
মানুষ ঈমানদার হোক আর কাফের হোক, নেককার হোক আর পাপী হোক, সবার জীবনে বিপদ-আপদ আসে। কিন্তু প্রশ্ন হল যদিও আমরা অপছন্দ করি, তারপরেও কেনো আমাদের জীবনে এইরকম বিপদ-আপদ আসে বা আল্লাহ কেনো আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন?
কোরান হাদীস থেকে এর যে কারণগুলো জানা যায় তার মধ্যে রয়েছেঃ

১. মানুষকে পরীক্ষা করাঃ প্রকৃতপক্ষে কে ঈমানদার কে মুনাফেক, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা জেনে নেয়া।
মুনাফেক ও দুর্বল ঈমানদারেরা অনেক সময় সুখ–স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহকে মনে রাখে, তাঁর প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু, যখন কোনো বিপদ-আপদ আসে তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, কুফুরী করে বা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। আবার অনেক সময় এর বিপরীতও হয়। যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন অনেক কাফের মুশরেককেও আল্লাহর কাছে মনে প্রাণে দুয়া করতে দেখা যায়। আর যখন আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন আল্লাহকে ভুলে যায়, তাঁর নিয়ামতকে অস্বীকার করে অহংকার প্রদর্শন করে, বলে এতো আমার প্রাপ্য। আবার কখনো আল্লাহর সাথে শরীক করে বসে, আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে বিপদ-মুক্তির কারণ মনে করে।
(এই সবগুলো বিষয় নিয়ে কোরানে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, পোস্ট বড় হয়ে যাওয়ার আশংকায় সবগুলো আয়াত দেয়া হলোনা।)
এই বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য, অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে কে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন,
“মানুষ কি মনে করে যে "আমরা ঈমান এনেছি" - এ কথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমি

অবশ্যই তাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।"
সুরা আনকাবুত, আয়াত ২-৩।
এছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন,
"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যানপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে। আর যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে তাহলে সে পূর্বাবস্থায় (কুফুরীতে) ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।
সুরা হাজ্জ, আয়াত ১১।

২. দুনিয়াতেই পাপের সামান্য শাস্তি দেওয়া, যাতে করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ও নিজেকে পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।
অনেক সময় মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেও ঈমানের দুর্বলতার কারণে বা পার্থিব জীবনের লোভ-লালসার কারণে আল্লাহর অবাধ্য হয়। আল্লাহ তখন বিপদ-আপদ দিয়ে তাকে অসহায় করে দেন, যাতে করে সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আর পরকালের কথা স্মরণ করে।
আল্লাহ বলেন,
"কঠিন শাস্তির পূর্বে আমি তাদেরকে হালকা শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"
সুরা সাজদাহ, আয়াত ২১।
এই আয়াতে "হালকা শাস্তি" দ্বারা পার্থিব জীবনের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। এ ছাড়া সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে, হালকা শাস্তির অর্থ হলো দুর্ভিক্ষ।
(তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া)

৩. এছাড়া আল্লাহ তাঁর কিছু প্রিয় বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন, যাতে করে পরকালে তার মর্যাদা ও জান্নাতের নেয়ামত বৃদ্ধি করেন। অনেক সময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে মর্যাদা দিতে চান তা ঐ বান্দা তার আমল দ্বারা অর্জন করার মতো হয়না। তখন আল্লাহ তাকে

পরীক্ষায় ফেলেন, যদি সে এতে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ মর্যাদায় উন্নীত করেন।

এবার আসি, ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু নিয়ে।

আমরা নিজেরা যখন বিপদ আপদে পড়ি তখন আমরা পাপী হই আর নেককার হই, কেউই কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারবোনা, কেনো আল্লাহ আমাদের বিপদে ফেলেছেন। এটা অদৃশ্যের জ্ঞান, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বলতে পারেনা। তাই আমরা বিপদে পড়লে কখনোই এই প্রশ্ন করবোনা, হায় আল্লাহ! আমি কি পাপ করেছিলাম? আর যদিও করি, তা বেকার, কারণ আমরা যতই নেককার হয় আমরা কেউই পাপমুক্ত নয়। আমরা জেনে না জেনে দিন-রাত অসংখ্য পাপ কাজ করছি। তাই আমরা এই প্রশ্ন করবোনা, বা হতাশ হবোনা। তবে অবশ্যই সতর্ক হবো, অতীতের যে ভুল হয়েছে তা তোওবা করে সংশোধন করার জন্য আর ভবিষ্যতের জীবনকে আরো সুন্দর করার জন্য। আর মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এটাই, আমাদেরকে বিপদে ফেলে আমাদের সংশোধন করা।

বিপদে পড়ে হতাশ হবোনা বা মনে করবোনা আমার বিপদটাই সবচাইতে বড়।

আমরা যদি আমাদের রাসুল (সাঃ) এর জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে তা হবে আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অতীত থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হয়েও, কোরানে আল্লাহ যাকে "রাহমাতুল্লিল আলামীন" বা জগত সমূহের জন্য রহমত বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে কি পরিমাণ দুঃখ কষ্ট সাফার করতে হয়েছে? তাঁর যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁর কিছু বর্ণনাঃ

১. তাঁর জীবনে তিনি তাঁর তিন মেয়ে ও দুই ছেলেকে হারিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কয়জন ৫টা সন্তান হারিয়েছে? তিনি কি তাঁর ছেলে-মেয়েদের ভালোবাসতেন না? তাঁর কি পরিমাণ কষ্ট হতো একেকটা সন্তানকে মৃত্যুর মুখে পড়তে দেখে?

২. তায়েফের ময়দানে কাফের-মুশরেকদের নির্মম আচরণ সকলেরই জানা। রক্তের ধারা তাঁর মাথা থেকে পায়ের জুতা পর্যন্ত পৌছে যায়।

এছাড়া উহুদের যুদ্ধে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। শত্রুদের তরবারির আঘাতে তাঁর মাথার বর্ম ভেঙ্গে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়।
৩. রাসুল (সাঃ) এর প্রিয় স্ত্রী, মা আয়িশা (রাঃ) এর প্রতি মুনাফেকদের কর্তৃক জঘন্য অপবাদ দেয়ার সময় তাঁকে কতটুকু পেরেশানির মধ্যে দিয়ে পার করতে হয়েছিলো? একেতো তিনি মুনাফেকদের কিছু বলতেও পারছিলেন না, আর নিজের স্ত্রীর পবিত্রতাও প্রমান করতে পারছিলেন না। কোরানের আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মা আয়িশাহ (রাঃ) এর পবিত্রতা ঘোষণার আগে, তাকেওতো একজন স্বামী হিসেবে অমানুষিক পেরেশানির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিলো।
৪. টানা দুইবছর যখন তাঁকে একঘরে করে একটা গুহায় প্রায় বন্দী করে রাখা হয়। তৃণ ও লতা-পাতা খেয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অমানুষিক কষ্টের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়।
একবার রাসুল (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, মানুষের মধ্যে কারা সবচাইতে বেশি বিপদে পড়ে? উত্তরে তিনি বলেন, নবী-রাসুলরা, আর এর পরে আল্লাহ যাকে যত বেশি ভালোবাসেন তাঁকে তত বেশি পরীক্ষায় ফেলেন।
সুতরাং, বিপদে পড়লে আমাদের এই বিশ্বাস রাখা জরুরী, আমি পাপী হলেও আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। আর এই জন্য আমাকে বিপদে ফেলে আমাকে সংশোধন করতে চাচ্ছেন, যাতে করে পরকালে যা আমদের আসল ঠিকানা, সেখানে আমাদেরকে অনন্ত সুখের জীবন দান করেন।
আল্লাহ আমাকে ও আপনাদের সকলকে হক্ক পথে চলার তোওফিক দান করুন। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত সহজ ও সুন্দর করুন, আমীন।
পরীক্ষাস্বরূপ:-
“আর জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো একটি পরীক্ষা মাত্র” -[সূরা আল আনফাল, ২৮]
পাপ মোচন:-
“নবী (সাঃ) এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করে দেন।

এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।” -[সহিহ বুখারী :খন্ড ৭ : অধ্যায় ৭০/ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা : হাদিস ৫৪৪]

সতর্কতাস্বরূপ:-

মহান আল্লাহ বলেন, “(আখিরাতের বড় শাস্তির পূর্বে আমার দুনিয়াতে তাদেরকে ছোট ছোট শাস্তি অস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।” -[আস-সাজদাহ: ২১]

বিপদে করণীয়:-

“সুসংবাদ দাও সেইসব ধৈর্যশীলদের যারা বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব”। -[সূরা আল বাকারাহ, ১৫৫-১৫৬]

দোআ:কোনো মুসিবতে পতিত ব্যক্তির দো‘আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَاً مِنْهَا

আমরা তো আল্লাহ্‌রই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদে সওয়াব দিন এবং আমার জন্য তার চেয়েও উত্তম কিছু স্থলাভিষিক্ত করে দিন।

ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন। আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা

মুসলিম ২/৬৩২, নং ৯১৮।

নোট :- বিপদ আসে:- (১) পরীক্ষার জন্য (২) গুনাহ মাফের জন্য। (৩) আখেরাতে শাস্তি কমানো,(৪) বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

অনুবাদ: ‘স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন। এর দ্বারা আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (সরল পথে) ফিরে আসে’ (রূম ৩০/৪১)

। আবুল ‘আলিয়াহ বলেন, পৃথিবীতে যে কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা করে, সে বিশ্বে ফাসাদ সৃষ্টি করে। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ নির্ভর করে আল্লাহর আনুগত্যের উপর (ইবনু কাছীর)। এজন্যেই হাদীছে এসেছে,

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ، ‘পৃথিবীতে আল্লাহর একটি দন্ডবিধি বাস্তবায়িত হওয়া চল্লিশ রাত্রি বৃষ্টি হওয়ার চাইতে উত্তম’।[1]
পৃথীবিতে অনেক খারাপ মানুষ থাকে, এদের দ্বারা সবার কষ্ট হয়, এ কারণেই হাদীছে এসেছে, العبدُ الفاجرُ اذا مات يَستريح منه العبادُ والبلادُ و الشجرُ والدوابُّ . ‘যখন একজন পাপাচারী মারা যায়, তখন মানুষ, জনপদ, গাছ-পালা ও পশু-পক্ষী সবাই স্বস্তিলাভ করে’।[2]
বিধি সমূহ :
উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পৃথিবীতে এলাহী গযব নাযিলের বিধি হ’ল প্রধানতঃ দু’টি। এক- বান্দার অন্যায় কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান। দুই- প্রতিটি অন্যায় কর্মের সাথে সাথে প্রতিশোধ না নিয়ে বান্দাকে তওবা করার অবকাশ দান ও তওবা না করলে শাস্তি প্রদান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ -
‘তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন’ (শূরা ৪২/৩০)।
এছাড়াও আরেকটি বিধি রয়েছে, সেটি হ’ল প্রথমে ছোট ছোট আযাব পাঠিয়ে বান্দাকে হুঁশিয়ার করা। অতঃপর বড় শাস্তি নাযিল করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ‘গুরু দন্ডের পূর্বে অবশ্যই আমরা তাদেরকে লঘুদন্ডের আস্বাদন ভোগ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে’
(সাজদাহ ৩২/২১)। যেমন মূসার দাওয়াত কবুল না করায় হঠকারী ফেরাঊনের কওমের উপর বিশ বছরে পরপর ৭-এর অধিক গযব নাযিল হয়। কিন্তু ফেরাঊন ও তার সভাসদ মন্ডলী এগুলিকে স্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে উড়িয়ে দেয়। অতঃপর বিরাট জনসমাবেশ ডেকে ফেরাঊন বলে, وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ - ‘আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ ভিন্ন অন্য পথ দেখাই না’ (মুমিন ৪০/২৯)। আর ‘আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা’ ((أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (নাযে‘আত ৭৯/২৪)। ফেরাঊন নিজেকে মানুষের সৃষ্টিকর্তা দাবী করেনি। বরং ‘পালনকর্তা’ বলেছিল। কারণ সে

রাজা হিসাবে জনগণের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করত ও তাদের লালন-পালন করত। তার উপরেও যে কোন পালনকর্তা আছেন, যিনি আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, শস্য ও ফলাদি দিয়ে সৃষ্টিকে লালন করছেন, সে অদৃশ্য জ্ঞান ফেরাঊনের ছিল না। মূসার দেওয়া সে অহি-র জ্ঞান ও বিধান সে গ্রহণ করেনি। কেননা তাতে তার স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয়। ফলে সে অহংকার দেখায় ও তাতেই আল্লাহর গযব ত্বরান্বিত হয়। তার চূড়ান্ত অহংকারের শাস্তি আল্লাহ চূড়ান্তভাবেই দেন এবং তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ সদলবলে সাগরে ডুবিয়ে মারেন। (ইউনুস ১০/৯০) । মযলূম মূসা ও হাযার হাযার নির্যাতিত বনু ইস্রাঈল নিজেরা নাজাত পায় ও যালেম ফেরাঊনের এই করুন মৃত্যুর দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করে (বাক্বারাহ ২/৫০) । এই মহামুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ মূসা ও তার কওম সেদিন ১০ই মুহাররম থেকে প্রতি বছর আশূরার নফল ছিয়াম শুরু করেন, যা আজও চালু আছে। তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামের শাস্তিই হ'ল সবচেয়ে বড় শাস্তি। যার কোন তুলনা নেই। কাফির-মুনাফিকদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হ'ল সেটাই (নিসা ৪/১৪০) ।

উদ্দেশ্য :

উপরে বর্ণিত তিনটি বিধির প্রত্যেকটিরই মহৎ উদ্দেশ্য হ'ল অবাধ্য মানুষকে বাধ্যতায় ফিরিয়ে আনা এবং পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করা। গযব নাযিলের পূর্বেই কি আমরা অবাধ্যতা পরিত্যাগ করতে পারি না?

সৎ লোকদের উপর বিপদাপদ :

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, পৃথিবীতে নবী-রাসূল ও সৎ লোকদের উপর যেসব বালা-মুছীবত আসে, সেগুলি কি আল্লাহর গযব হিসাবে গণ্য হবে? যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়,

أىُّ الناسِ أشدُّ بلاءً ؟ قال : الأنبياءُ ثمَّ الأمثلُ فالأمثلُ، يُبتلَى الرَّجلُ على حسب دينيه فإن كانَ صُلباً في دينيه اشتدَّ بلاءُه، وإن كانَ فى دينيه رِقَّةٌ هُوِّنَ عليه، فمازال كذلك حتى يمشىَ على الأرضِ ما لَهُ ذنبٌ رواه الترمذي وفى رواية ابن ماجه : وماعليه من خطيئة -

'মানব সমাজে সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত কারা? জবাবে তিনি বলেন, নবীগণ। অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী নেককার ব্যক্তিগণ। অতঃপর তাদের নিকটবর্তীগণ। মানুষ তার দ্বীন অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তাহ'লে তার বিপদাপদ কঠিন হয়। আর যদি

সে দ্বীনের ব্যাপারে শিথিল হয়, তাহ’লে তার বিপদাপদ সহজ হয়। এভাবেই চলতে থাকে। এক সময় সে পৃথিবীতে বিচরণ করে এমনভাবে যে, তার কোন গোনাহ থাকে না’।[3]

বাহ্যতঃ হাদীছটিকে কুরআনের বিপরীত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা সৎ লোকের বিপদাপদ দেওয়ার কারণ তাদের গোনাহ নয়, বরং উদ্দেশ্য হ’ল তাদের পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষা সমূহ নিয়েছেন। অবশেষে সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁকে আল্লাহ বিশ্বনেতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। ইহুদী-নাছারা-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ‘পিতা’ হিসাবে তিনি সারা পৃথিবীতে বরিত ও নন্দিত। অথচ তাঁকে নির্যাতনকারী রাজা নমরূদ সর্বত্র ধিকৃত ও নিন্দিত। এমনকি নমরূদ বা ফেরাঊন বা আবু জাহলের নামে সন্তানের নাম রাখতেও কোন পিতা-মাতা রাযী হবেন কি-না সন্দেহ। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুমিনগণের উপরে মুছীবত প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। এর দ্বারা তাদের গোনাহের কাফফারা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ماَ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمٍّ ولا حَزَنٍ ولا أَذًى ولا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلا كفَّرَ اللهُ بها من خَطَايَاهُ - ‘মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ছবর করে ও আল্লাহর উপরে খুশী থাকে), তাহ’লে তার কারণে আল্লাহ তার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেন’।[4] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, مَن يُّرِدِ اللهُ به خَيْرًا يُصِبْ منه -

‘আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন’। = (বুখারী, রিয়ায হা/৩৯) । অন্য হাদীছে তিনি বলেন, لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى نفسه و ماله و ولده حةى يلقىَ الله ةعالى وما عليه من خطيئة - ‘মুমিন পুরুষ বা নারীর জীবন, সন্তান ও মালের উপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার (আমলনামায়) কোন পাপ থাকে না’।[5] অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের ফলে মুমিন বান্দা পাপমুক্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান এবং আল্লাহর কাছে মহা পুরষ্কার লাভে ধন্য হন।

গযবের এলাহী বিবরণ ও প্রতিকার :

আলোচ্য আয়াতে সর্বত্র ফাসাদ ও গযব নাযিলের যে বক্তব্য এসেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আল্লাহ অন্য আয়াতে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - 'আর আমরা তোমাদের পরীক্ষা নেব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ হ'ল ধৈর্যশীলদের জন্য' (বাক্বারাহ ২/১৫৫) । অত্র আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় হ'ল গযবের কয়েকটি দিক। এছাড়াও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের গযব আসতে পারে। যেমন সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, বিশ্বমন্দা, খাদ্যে ও ফসলে বরকত নষ্ট হওয়া, ভূগর্ভে পানি দূষিত হওয়া, আকাশে বায়ু দূষণ হওয়া, নানাবিধ অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা ইত্যাদি। আর এইসব ব্যাপকভিত্তিক গযবের প্রধান কারণ হ'ল মানুষের পাপাচার ও কৃতকর্ম। আর এগুলো থেকে বাঁচার পথ হ'ল মানুষকে অন্যায় প্রতিরোধে এগিয়ে আসা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن الناسَ اذا رأوا منكرًا فلم يُغَيِّروه يوشِكُ أن يَّعُمَّهم اللهُ بعقايه - 'মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অতঃপর তারা তা প্রতিরোধ করেনা, তখন সত্বর আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপক গযবের দ্বারা পাকড়াও করেন'।[6] কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, ব্যাপক ভিত্তিক অন্যায় ও সামাজিক অনাচার প্রধানতঃ সমাজের নেতাদের পক্ষ থেকে হয়। যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। আর সেজন্য নেমে আসে ব্যাপক বিধ্বংসী এলাহী গযব সমূহ। ফলে হতাহত হয় সকল ধরনের মানুষ। তাই সকলের উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত কয়েকটি জাতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত জাতিসমূহ

মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, নেতৃবৃন্দ এবং ধনিক শ্রেণী যখন শক্তি মদমত্ত হয়ে অহংকারে চুর হয়েছে, দুনিয়ায় ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই যুগে যুগে আল্লাহর গযব নেমে এসেছে এবং বড় বড় শক্তিশালী জাতি চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানুষের আগমনকাল থেকে এযাবত আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি জাতির কথা কুরআনের মাধ্যমে জগদ্বাসী জানতে পেরেছে। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত্ব, আহলে মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন।

অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে (তওবাহ ৯/৭০)। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত্ব-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।
উপরোক্ত ছয়টি জাতির ধ্বংসের কারণ ও ধরণগুলি ছিল নিম্নরূপঃ
(১) কওমে নূহ : এদের ধ্বংসের কারণ ছিল 'শিরক'। তারাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা করে। ওয়াদ, সুআ', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব ও নাছর নামক পাঁচজন নেককার মৃত মানুষের অসীলায় এরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচারে নিমজ্জিত হয়েছিল। এদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর জীবন পেয়েছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হন ও তাদের সমাজ নেতাদের নিগ্রহের শিকার হন। অবশেষে তাঁর বদদো'আয় পুরা কওম দীর্ঘস্থায়ী প্লাবণে ডুবে ধ্বংস হয়। কেবল ৪০+৪০=৮০ জন ঈমানদার নারী ও পুরুষ আল্লাহর হুকুমে তাঁর কিশতীতে ঠাঁই পায়। বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ তাদেরই উত্তরসুরী। প্লাবনের পর ইরাকের 'মূছেল' নামক স্থানে তারা বসতি স্থাপন করেন।
(২) কওমে 'আদ : এরা ছিল নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ এবং নূহ-পুত্র সামের বংশধর। জর্ডন থেকে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত এদের বসবাস ছিল। এরা ছিল বিশালদেহী ও দারুন শক্তিশালী ও দুর্ধষ জাতি। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অবশেষে উদ্ধত ও হঠকারী হয়ে যায় এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের কাছে তাদের মধ্য হ'তে হূদ-কে নবী করে পাঠানো হয়। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন ও শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহবান জানান। তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান। তাতে তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟ 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে'? (ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৫)। শিরক ছাড়াও তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি পাপের কথা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।- (১) তারা অযথা উঁচু স্থান সমূহে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শন সমূহ নির্মাণ করত (শো'আরা ২৬/১২৮)। যা স্রেফ অপচয় ব্যতীত কিছুই ছিল না। (২) তারা অহেতুক

মযবূত প্রাসাদ সমূহ তৈরী করত আর ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে (ঐ, ১২৯) । (৩) তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করত (ঐ, ১৩০)

গযবের বিবরণ : পরপর তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ফলে তাদের বাগ-বাগিচা ও ফসলাদি সব জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যায়। অবশেষে তারা আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। ফলে মেঘ আসে। কিন্তু তা ছিল গযবের কালো মেঘ। হঠাৎ বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে ও প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। শক্তিশালী ঐসব অহংকারী মানুষগুলিকে ঝড়ে উপরে উঠিয়ে সজোরে মাটিতে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা হয়। এইভাবে আট দিন ও সাত রাত্রি ব্যাপী ধ্বংসলীলা চালিয়ে (ক্বামার ৫৪/২০; হা-ক্কাহ ৬৯/৬-৮) শক্তিশালী 'আদ জাতিকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়।
(৩) কওমে ছামূদ : 'আদ জাতির ধ্বংসের অন্যূন পাঁচশত বছর পরে তাদেরই অন্যতম শাখা ছামূদ জাতির উপর গযব নেমে আসে। এদের প্রধান শহরের নাম ছিল হিজ্র, যা শাম বা সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এরাও 'আদ জাতির ন্যায় শক্তিশালী ছিল ও বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। পার্থিব বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের অহংকারে মত্ত হয়ে তারা 'আদ জাতির মত আচরণ শুরু করে দেয়। শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। পথভ্রষ্ট এই জাতিকে হেদায়াতের জন্য তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)-কে তাদের কাছে নবী করে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তার প্রতি উদ্ধত আচরণ করে। তারা আল্লাহ প্রেরিত উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহর গযবকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-কে রাতের বেলা সপরিবারে হত্যার চক্রান্ত করে এবং এ ব্যাপারে নয়টি দলের নয়জন নেতা নেতৃত্ব দেয় (নমল ২৭/৪৮-৪৯) । অবশেষে নবী তার ঈমানদার সাথীদের নিয়ে আল্লাহর হুকুমে এলাকা ত্যাগ করেন এবং যথারীতি গযব নেমে আসে।
গযবের বিবরণ : আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা শুকনো খড়কুটোর মত হয়ে গেল'

(ক্বামার ৫৪/৩১)। ‘ভীষণ একটি ভূমিকম্পে এবং বিকট এক গর্জনে সবাই যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হ’ল (আ’রাফ ৭/৭৮) এবং এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ’ল যেন তারা কোনদিন সেখানে বসবাস করেনি’ (হূদ ১১/৬৭-৬৮)। মূলতঃ উদ্ধত ও পথভ্রষ্ট নয় জন নেতার কারণেই এই কওম আল্লাহর গযবের শিকার হয়।

(৪) কওমে লূত্ব : চাচা ইবরাহীমের সাথে লূত্ব জন্মভূমি ইরাকের বাবেল শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন‘আনে চলে আসেন। অতঃপর সেখান থেকে অনতিদূরে জর্ডন ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী ‘সাদূম’ অঞ্চলের অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক লূত্ব (আঃ)-কে সেখানে নবী করে পাঠান। সাদূম সহ সেখানে সমৃদ্ধ পাঁচটি শহর ছিল। কুরআনে এগুলিকে একত্রে ‘মু’তাফিকাত’ বা উল্টানো জনপদসমূহ বলে অভিহিত করা হয়েছে (তওবাহ ৯/৭০; হাক্বক্বাহ ৬৯/৯)। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উঠে এরা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। রাহাজানি সহ নানাবিধ দুষ্কর্ম এদের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। এমনকি এরা প্রকাশ্য মজলিসে পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে লিপ্ত হয়। যা ইতিপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। লূত্ব (আঃ) তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তারা আল্লাহর গযবের শিকার হয়।

গযবের বিবরণ : আল্লাহর হুকুমে লূত্ব (আঃ) স্বীয় ঈমানদার সাথীদের নিয়ে কিছু রাত থাকতেই গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর ছুবহে ছাদিকের সময় একটি প্রচন্ড নিনাদের মাধ্যমে গযব কার্যকর হয়। যা তাদের শহরগুলিকে সোজা উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। আল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে কংকর-প্রস্তর বর্ষণ করলাম’। ‘যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংস স্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়’ (হূদ ১১/৮২-৮৩)।

উক্ত ধ্বংস স্থলটি বাহরে মাইয়েত বা বাহরে লূত্ব অর্থাৎ মৃত সাগর বা লূত্ব সাগর নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডন নদীর মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চল

জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। সর্বশেষ হিসাব মতে যার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিঃমিঃ (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃমিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় সিকি মাইল)। বর্তমানে এইড্স আক্রান্ত বিশ্বের নাফরমান রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা ও বিলাসী ধনিক শ্রেণী এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কী?

(৫) আহলে মাদইয়ান : মাদইয়ান হ'ল লূত্ব সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর মো'আন-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। শিরক ও কুফরী ছাড়াও এখানকার অধিবাসীরা ওযন ও মাপে কম দিত। রাহাজানি ও লুটপাট করত। তারা অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করত। কওমে লূত্ব-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে হযরত শো'আয়েব (আঃ) এদের প্রতি প্রেরিত হন। পরে ইনি হযরত মূসার শ্বশুর হন। শু'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের জবাবে কওমের নেতারা বলল, 'আপনার ছালাত কি আপনাকে একথা শিখায় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যেসবের পূজা করে আসছে আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই? আর আমাদের ধন-সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? (হূদ ১১/৮৭) ।

এভাবে তারা ইবাদাত ও মু'আমালাতকে পরষ্পরের প্রভাবমুক্ত ভেবেছিল। আর এজন্য তারা আর্থিক বিষয়ে হালাল-হারামের বিধান মানতে রাযী ছিল না। তারা তাদের যিদ ও হঠকারিতায় অনড় রইল এবং আল্লাহর গযব প্রত্যক্ষ করার হুমকি দিল। অবশেষে তাদের উপর গযব ত্বরান্বিত হ'ল।

গযবের বিবরণ : ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপর প্রথম সাতদিন প্রচন্ড গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে তিষ্টাতে না পেরে তারা জঙ্গলের দিকে যায়। আল্লাহ সেখানে একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সেখানে গিয়ে জমা হয়। অতঃপর হঠাৎ আকাশ থেকে ভীষণ নিনাদ আসে এবং নীচের দিকে ভূমিকম্প শুরু হয়। ওদিকে মেঘমালা থেকে

শুরু হয় অগ্নিবৃষ্টি। অতঃপর আল্লাহদ্রোহীরা সব একত্রে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমাদের আদেশ এসে গেল, তখন আমরা শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করি। আর বিকট নিনাদ এসে যালেমদের পাকড়াও করল। অতঃপর তারা তাদের জনপদে উপুড় হয়ে পড়ে রইল'। 'যেন তারা সেখানে কখনোই ইতিপূর্বে বসবাস করেনি...' (হূদ ১১/৯৪-৯৫) ।

(৬) কওমে ফেরাঊন : ফেরাঊন ছিল তৎকালীন মিসরের রাজাদের উপাধি। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অনেক পরে এরা ক্ষমতায় আসে এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। ইউসুফ-এর সময় কেন'আন থেকে মিসরে হিজরতকারী সম্মানিত বনু ইস্রাঈলগণকে এরা সেবক ও দাস শ্রেণীতে পরিণত করে। ফেরাঊন সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্বিবতীদের হাতে রেখে সংখ্যালঘিষ্ঠ বনু ইসরাঈলদের উপর যুলুমের চূড়ান্ত করে। মযলূম স্বজাতি বনু ইস্রাঈলদের উদ্ধার এবং ফেরাঊন ও তার কওমের হেদায়াতের জন্য মূসাকে আল্লাহ সেখানে নবী করে পাঠান। ফেরাঊন ও তার উদ্ধত মন্ত্রীরা মূসা ও হারূণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী মূসা বিশ বছর মিসরে অতিবাহিত করেন এবং মিসরবাসীকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু ফেরাঊনের ঔদ্ধত্য ও অহংকারে কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটায় তার কওমের উপর নানাবিধ এলাহী গযব একে একে আসতে থাকে। যেমন, (১) দুর্ভিক্ষ (২) প্লাবণ (৩) পঙ্গপাল (৪) উকুন (৫) ব্যাঙ (৬) রক্ত (৭) প্লেগ মহামারি ইত্যাদি। প্রতিটি গযব আসার পরে ফেরাঊনের লোকজন মূসার কাছে গিয়ে ক্ষমা চায় ও দো'আ করতে বলে। পরে গযব উঠে গেলে দু'এক বছরের মধ্যে আবার অবাধ্যতা শুরু করে। ফলে আবার গযব আসে। ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীরা গযব সমূহকে মূসার জাদু কিংবা স্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মনে করত। তাই এগুলোকে তারা কোনরূপ তোয়াক্কা করত না। ফলে তাদের যুলুম অব্যাহত থাকে। অবশেষে নেমে আসে চূড়ান্ত শাস্তি এবং ফেরাঊন ও তার সৈন্যদল একসাথে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত বিগত যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি জাতির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি মৌলিক পাপ ছিল শিরক ও কুফরী। আরেকটি ছিল প্রাচুর্য ও হঠকারিতা। বাকী পাপগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দো‘আ অনুযায়ী তাঁর উম্মত একসাথে আল্লাহর গযবে ডুবে ধ্বংস হবে না বা একসাথে সবাই দুর্ভিক্ষে মরবে না।[7] তাঁর আগমনের পর ইসলাম কবুল করুক বা না করুক পৃথিবীর সকল মানুষ, জিন ও সৃষ্টিজগত তাঁর উম্মত।[8] অতএব তাঁর দো‘আর বরকতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ এইরূপ ব্যাপক গযব থেকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গযব আসবে। যাতে অন্যেরা হুঁশিয়ার হয় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে। যদিও শাসক শ্রেণীর অধিকাংশ ফেরাঊনী চরিত্রের অধিকারী হয়। আর সেকারণে বিশ্বে একটার পর একটা এলাহী গযব আসতেই থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে যালেম শক্তিগুলির রাষ্ট্রীয় যুলুম সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হওয়ায় আল্লাহর গযবও চারিদিকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এক্ষণে আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এলাহী গযবসমূহ নাযিলের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করব। যাতে মানুষ সেগুলো থেকে বিরত হয়।-

গযব নাযিলের প্রধান কারণ সমূহ

১. শিরক ও কুফরী :

এটিই হ’ল প্রধানতম কারণ। পৃথিবীর শাসক কুল এখন জনগণের নামে নিজেদেরকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে দাবী করছে এবং শাসন, বিচার ও আইন বিভাগের সর্বত্র আল্লাহর মালিকানায় নিজেদেরকে শরীক বানাচ্ছে। এভাবে তারা স্বাধীন মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে। নিজেদের মনগড়া আইনের মাধ্যমে তারা আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করছে। বস্ত্ততঃ ‘আল্লাহ মানুষের সব গুনাহ মাফ করেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না’ (নিসা ৪/৪৮, ১১৬) । এমনকি ‘আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন’
(মায়েদাহ ৫/৭২) । প্রধানতঃ এইসব দুষ্টমতি রাষ্ট্র নেতাদের কারণেই পৃথিবীতে সর্বব্যাপী গযব ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. বিদ'আত সৃষ্টি করা :

ইহুদী-নাছারা আলেম ও দরবেশগণ তাদের ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি করার কারণেই আল্লাহর নিকটে 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' বলে অভিহিত হয়েছে।[9] এমনকি এদের একটি দল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে হীলা-বাহানা করে সিদ্ধ করায় আল্লাহর হুকুমে তারা বানর-শূকরে পরিণত হয় (বাক্বারাহ ২/৬৫)। আরেকটি দল সংসার ত্যাগের ('রাহবানিয়াত') বিদ'আত সৃষ্টি করে (হাদীদ ৫৭/২৭)। যা আজও তাদের মধ্যে আছে। যেকারণ তাদের পোপ-পাদ্রীরা চিরকুমার থাকেন। তাদের ন্যায় মুসলিম ধর্মনেতাদের অনেকে ইসলামকে খেল-তামাশার বস্ত্ত বানিয়েছেন। তারা নিজেদের বানোয়াট ধর্মীয় প্রথাসমূহ সমাজে চালু করেছেন এবং 'বিদ'আতে হাসানাহ' নাম দিয়ে হীলা-বাহানা করে চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মের নামে হঠকারি এইসব লোকগুলির উপরে আল্লাহ দারুন নাখোশ হন এবং এদের তওবার দরজা বন্ধ করে দেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ احْتَجَزَ التوبةَ عن صاحبِ كلِّ بدعةٍ - 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা রোধ করে থাকেন'।[10] এজন্যেই দেখা যায়, চোর-গুন্ডারা তওবা করলেও কোন বিদ'আতী তওবা করে না। কারণ সে ধারণা করে যে, সে নেকীর কাজ করছে। বস্ত্ততঃ এদের কারণেই দুনিয়াতে আল্লাহর গযব দ্রুত নেমে আসে।

৩. ফাসেক রাষ্ট্রনেতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তোমরা ক্বিয়ামতের অপেক্ষায় থাক'
(বুখারী)। তিনি বলেন, আল্লাহ যাদেরকে জনগণের উপরে নেতৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর সে তাদের কল্যাণে যত্নবান হয় না, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না
(মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খেয়ানতকারী নেতার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন
(বুখারী, মুসলিম)। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'ল প্রজাসাধারণের উপর যুলুমকারী শাসক'।[11] বস্ত্ততঃ রাষ্ট্রনেতাদের যুলুমের কারণেই সারা পৃথিবী আজ আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে।

যদিও তারা ফেরাঊনের মত মুখে সর্বদা জনগণকে বলে যে, 'আমরা কেবলই তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ দেখাই'
(গাফের/মুমিন ৪০/২৯) ।

৪. বিলাসী ধনিক শ্রেণী :

আল্লাহ বলেন, 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিলাসী ধনিক শ্রেণীকে প্ররোচিত করি। ফলে তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনপদের উপর আমাদের আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেই' (বনী ইসরাঈল ১৭/১৬) । অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীর অধঃপতন সমাজের অধঃপতন ডেকে আনে।

৫. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার পরে তোমরা বহু শাসককে দেখবে তারা অপসন্দনীয় কাজ করবে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদের হক বুঝে দিয়ো এবং তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চেয়ে নিয়ো (বুখারী, মুসলিম) । অন্য বর্ণনায় এসেছে, এমতাবস্থায় তোমরা ধৈর্য ধারণ কর (বুখারী, মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে তাদের অন্যায় কাজকে ইনকার করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। যে তাদের কাজকে অপসন্দ করবে, সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে খুশী হবে ও তার অনুসারী হবে, ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাদের অন্যায় কাজকে তুমি অপসন্দ করো। কিন্তু আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না'।
[12]

নোট :- যে শাসক ক্বোরআন, হাদীস, ও শরীয়াহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না। সে শাসক এখানে উদ্দেশ্য নয়।

বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র একেকটি অগ্নিগর্ভ জনপদে পরিণত হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা বিষময়

ফল হিসাবে এইসব দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাকেই বড় বীরত্ব মনে করে। ফলে আনুগত্যের বরকত সমাজ থেকে উঠে যায়। এতে সমাজে কেবল বিশৃংখলাই অবশিষ্ট থাকে। যাতে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন ও গযব ত্বরান্বিত হয়।

৬. সূদ ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। তিনি বলেন, সূদকে আল্লাহ সংকুচিত করেন ও ছাদাক্বাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন (ঐ, ২৭৬)। অর্থাৎ সূদী মাল-সম্পদকে আল্লাহ ধ্বংস করেন ও তাতে বরকত নষ্ট করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের অর্থ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার পরিনাম হ'ল নিঃস্বতা'। [13] বর্তমানে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদের বিশ্বমন্দা এর বাস্তব প্রমাণ নয় কি? আল্লাহ বলেন, 'যারা সোনা-রূপা জমা করে ও তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে তুমি মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দাও'। 'যেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের মালসমূহ উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে ও বলা হবে- এগুলো তাই যা তোমরা (দুনিয়াতে) নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা তোমাদের সঞ্চয়কৃত মালের স্বাদ আস্বাদন কর' (তওবাহ ৯/৩৪-৩৫)।

বস্ত্ততঃ লাগামহীন ব্যক্তি মালিকানার ফলে সমাজের কিছু লোকের হাতে সম্পদ স্ত্তপীকৃত হয় ও বাকীরা নিঃস্ব হয়। যাকে বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। তার বিপরীতে ব্যক্তি মালিকানাহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ফলে রাষ্ট্রের কাছে সকল সম্পদ জমা হয় ও পুরা সমাজ নিঃস্ব হয়। যাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা হয়। দু'টিই মানুষের স্বভাববিরোধী ও চরমপন্থী অর্থনীতি হওয়ায় বিশ্ববাসী কোনটাই মেনে নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার কায়েম করতে চায়। আর তা হ'ল মানুষের নিজস্ব মেধা, সততা ও যোগ্যতার তারতম্যের কারণে অর্থনীতিতেও স্তরভেদ থাকবে। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তা লাগামহীন হবে না। ইসলামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে। এর ফলে সমাজের সর্বত্র অর্থের প্রবাহ

থাকবে। দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করবে। ওমরের সময় মাত্র ১০ বছরে আরব ভূখন্ড থেকে দারিদ্র্য বিদায় নিয়েছিল এই অর্থনীতির বরকতে। আজও তা সম্ভব। কিন্তু তা না থাকায় এবং আল্লাহর বিধান পরিত্যক্ত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী আল্লাহর গযব একটার পর একটা ক্রমাগত ভাবে নাযিল হচ্ছে।

৭. অন্যায় বিচার ব্যবস্থা :

আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُولِيْ الأَلْبَابِ 'যুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত, হে জ্ঞানীগণ!' (বাক্বারাহ ২/১৭৯) । তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى،

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে পাপী না করে এ ব্যাপারে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই আল্লাহ ভীরুতার নিকটবর্তী ... (মায়েদাহ ৫/৮) ।

বস্ত্ততঃ নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা, দলীয় আনুগত্য ও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। অথচ বিচারককে যাবতীয় অনুরাগ ও বিরাগের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। যা একমাত্র আল্লাহভীতি ব্যতীত সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ মানবীয় আইনে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যা অনেক সময় সমাজে অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অথচ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত দন্ডবিধান সমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে আল্লাহর গযব সমূহ ত্বরান্বিত হয়েছে।

৮. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বন্ধ হওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তোমাদের উপর নিজের পক্ষ হ'তে আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না'।[14] তিনি বলেন, মানুষ যখন কোন অন্যায়

হ'তে দেখবে, অথচ তা প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না, সত্বর তাদের উপর ব্যাপকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেমে আসবে'।[15] বস্ত্ততঃ মুসলমানের উত্থান ঘটানো হয়েছে উক্ত কাজের জন্য এবং এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি خير امة)) বলেছেন (আলে ইমরান ৩/১১০)। কিন্তু মুসলমান আজকাল তাদের এ দায়িত্ব যেন ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহর গযব ব্যাপকতা লাভ করছে।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রাহেম' (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) 'রহমান' হ'তে নিঃসৃত (বুখারী)। 'উহা আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে মিলাবে, আল্লাহও তাকে নিজের সাথে মিলাবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। তিনি বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[16] তিনি বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহেমকে আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে আমার নাম হ'তে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত করবে, আমি তার সাথে আমার রহমতের সম্পর্ক যুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব' (আবুদাঊদ)। তিনি বলেন, বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, দ্রুত আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন' (তিরমিযী, আবুদাঊদ)। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকটবর্তী হ'লেন মা, অতঃপর পিতা, অতঃপর তুলনামূলকভাবে অন্যেরা
(তিরমিযী, আবুদাঊদ)। তিনি বলেন, পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি' (তিরমিযী, হাকেম)।
দুর্ভাগ্য, বস্ত্তবাদী চিন্তা-চেতনা আজকাল আমাদের পারিবারিক জীবনকে ভঙ্গুর করে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এখন স্বার্থদুষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজে দ্রুত আল্লাহর ক্রোধ নেমে এসেছে।

১০. বিভিন্ন বদ স্বভাবের কারণে আল্লাহর গযব নেমে আসা:
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যখন কোন সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে, তখন সেখানে আল্লাহর গযব নাযিল হয়। যেমন (১) যেনা-ব্যভিচার ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেলে সেখানে মহামারি ও মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায় (২) মাপ ও ওযনে কম দিলে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সে সমাজে কঠিন দারিদ্র্য ও সরকারি যুলুম ব্যাপক হয় (৩) যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে আসমান থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। পশু-পক্ষী না থাকলে মোটেই বৃষ্টিপাত হতো না (৪) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাদের উপর তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যায় (৫) যখন নেতারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান সমূহ গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে পরষ্পরে লড়াই লাগিয়ে দেন'।[17] (৬) 'যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে খিয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ব্যাপক হয়, আল্লাহ তখন তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢেলে দেন'।[18]

১১. পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের প্রধান আলামত সমূহ নিম্নরূপ:
(১) ইল্ম উঠে যাবে (২) মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে (৩) যেনা-ব্যভিচার বেড়ে যাবে (৪) নামে ও বেনামীতে মদ্যপান ব্যাপক হবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ অভিভাবক হবে (যুদ্ধ-বিগ্রহে পুরুষের ব্যাপক হারে নিহত হওয়ার কারণে স্বামীহারা, পিতৃহারা, পুত্রহারা, মা-বোন, খালা-ফুফু, দাদী-নানী প্রমুখ মহিলারা এভাবে জমা হবেন)।

[19] (৬) আমানত ধ্বংস হবে (৭) সর্বত্র অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব (ও দায়িত্ব) অর্পণ করা হবে (বুখারী) । (৮) ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না' (মুসলিম) । 'পৃথিবী তার গর্ভস্থ সকল খনিজ সম্পদ উগরে দেবে এবং মালামালের সয়লাব বয়ে যাবে, তখন টাকার জন্য মানুষ খুনকারী এবং চোর ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোকেরা এসে দুঃখ করে বলবে, হায় এই টাকার জন্য আমরা এত অন্যায় করেছি? অতঃপর তারা ঐ মাল-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যাবে' (মুসলিম) । (৯) দুনিয়ায় ফিৎনা-ফাসাদ ও বিপদ-মুছীবত এত

বৃদ্ধি পাবে যে, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে কবরে গড়াগড়ি দিয়ে বলবে, হায়! এই স্থানে যদি আমি হ’তাম! (মুসলিম)। (১০) আরব ভূমি চারণভূমি ও নদ-নদীতে পরিবর্তিত হবে। মদীনার ইমারত সমূহ শহরের সীমানা পেরিয়ে যাবে (যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে)। (১১) ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তলদেশ হ’তে স্বর্ণের পাহাড় বেড়িয়ে আসবে (অর্থাৎ আরব ভূমির তলদেশ থেকে পেট্রোল ইত্যাদি তরল সোনা বের হবে। যা ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে)। অতঃপর তা ভোগ করার জন্য লোকেরা খুনাখুনি করবে। যাতে শতকরা নিরানববই জন লোক নিহত হবে (অর্থাৎ অগণিত মানুষ হতাহত হবে)। প্রত্যেকে ভাববে আমি বেঁচে যাব (ও সকল সম্পদ একাই ভোগ করব। বর্তমানে আমেরিকা ইরাকে সে কাজই করে যাচ্ছে।[20]

এতদ্ব্যতীত তিরমিযী বর্ণিত হাদীছে ১৫টি মন্দ স্বভাবের কথা এসেছে, যার কারণে আল্লাহর গযব সমূহ একটার পর একটা আসতে থাকবে সূতা ছেঁড়া তাসবীহ দানার ন্যায়। তবে হাদীছটি যঈফ।[21] অবশ্য উপরে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলিতে উক্ত ১৫টি স্বভাবের প্রায় সবগুলি সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে এসে গেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীছগুলি এসেছে বিশ্বনবীর যবান থেকে বিশ্ব সমাজকে লক্ষ্য করে। কেবল মুসলিমদের জন্য বা মুসলিম এলাকার জন্য নয়। বিশ্বের যে প্রান্তে যারাই উক্ত পাপ সমূহ করবে, তাদেরকেই আল্লাহর গযবের শিকার হ’তে হবে। গযবের ধরনের পরিবর্তন হবে, যখন যেটা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রতলের ভূমিকম্প (সুনামি), লন্ডনে ম্যাগকাউ, আমেরিকার হ্যারিকেন কাটরিনা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল, মেক্সিকোর ভূমিকম্প, অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, চীনের খনি ধ্বস ও দাবানল, বাংলাদেশে সিডর ও আইলা, বার্মায় নার্গিস, বিশ্বব্যাপী এইড্স মহামারি, সাম্প্রতিক বার্ড ফ্লু ও সোয়াইন ফ্লু, ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক দূষণ, আকাশে বায়ু দূষণ, নদীতে পানি দূষণ, আরব ভূমিতে বালু দূষণ, ফসলে বরকত নষ্ট হওয়া, মাছ-মাংস ও শস্য-ফলাদির স্বাদ ও ফলন কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ গযব, যেসবের ধরণ পৃথক হ’লেও কারণ একটাই। আর তা হ’ল মানুষের কৃতকর্ম। যে বিষয়ে আল্লাহ পূর্বেই বান্দাকে সাবধান করে দিয়েছেন। যদি বান্দা

অন্যায় করতেই থাকে, তাহ'লে গযব আসতেই থাকবে। গুটিকয়েক দুষ্ট মানুষের অপকর্মের জন্য সারা বিশ্বের মানুষ গযবে পতিত হচ্ছে। অতএব সচেতন মানুষের উচিত দুষ্টদের রুখে দাঁড়ানো। নইলে আল্লাহর সৃষ্ট সুন্দর ধরণী মানুষের হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

করণীয় :

(১) ছবর করা: কোন জনপদে আল্লাহর গযব নাযিল হ'লে প্রথম কর্তব্য হ'ল ছবর করা এবং এটাকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ - 'তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীল বান্দাদের'। 'যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর নিকটে ফিরে যাব'(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)

(২) বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা: আল্লাহ বলেন, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ 'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (হাশর ৫৯/২)

(৩) স্ব স্ব পাপকর্ম থেকে তওবা করা: যেমন আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর তোমরা সকলে (তওবা করে) ফিরে এসো আল্লাহর দিকে হে বিশ্বাসীগণ! যাতে তোমরা সফলকাম হও' (নূর ২৪/৩১) । তিনি বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

'(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান' (যুমার ৩৯/৫৩) । এই সময় যাবতীয় পাপচিন্তা থেকেও তওবা করা উচিত। কেননা আল্লাহ গোপন পাপচিন্তারও হিসাব নিবেন'
(বাক্বারাহ ২/২৮৪) । ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মুমিন বান্দাকে ডেকে তার গোপন পাপগুলি সব একে একে স্মরণ করিয়ে দিবেন। কিন্তু তা সকলের সামনে প্রকাশ করবেন না। তাকে মাফ করে দিবেন।[22] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন বান্দা যদি কোন পাপ করার সংকল্প করে এবং তা বাস্তবে করে, তাহ'লে তার একটি পাপ হয়। কিন্তু যদি সেটা বাস্তবায়ন না

করে, তাহ'লে আল্লাহ নিজের কাছে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লেখেন'।[23]

(৪) বিপদগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের সেবায় এগিয়ে যাওয়া:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[24] তিনি বলেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের উপরে রহম করে না'।[25] তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দিবেন'।[26] তিনি বলেন, তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমান বাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন'।[27]

References:

[1]. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৮৮ 'দন্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।

[2]. বুখারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৬৫১২; মুসলিম 'জানায়েয' অধ্যায়।

[3]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ দারেমী; মিশকাত হা/১৫৬২ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

[4]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/৩৭ ।

[5]. তিরমিযী, মালেক, মিশকাত হা/১৫৬৭ ।

[6]. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৪২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'ন্যায়ের আদেশ' অনুচ্ছেদ।

[7]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৫১ 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৫৪; আহমাদ হা/১৫৭৪ ।

[8]. সাবা ৩৪/২৮; মুক্বাদ্দামা দারেমী হা/৪৬; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮ 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ।

[9]. তিরমিযী, আহমাদ, সনদ হাসান, কুরতুবী হা/২৪০ ।

[10]. ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬২০ ।

[11]. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬-৮৮; 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

[12]. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৮, ৭০-৭২, 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়।

[13]. ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮২৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ।

[14]. তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১৪০ ।
[15]. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪২ ।
[16]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২০-২২; হা/৪৯৩০, ৩২, ২৯, ২৭ 'সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।
[17]. হাকেম; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১০৬-১০৭ ।
[18]. মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ।
[19]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭ 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ।
[20]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭-৪০; ৫৪৪৪-৪৫ ।
[21]. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫০ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।
[22]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১ 'হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান' অনুচ্ছেদ।
[23]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।
[24]. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়।
[25]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৭ ।
[26]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮ ।
[27]. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯ ।

এ পৃথিবী এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি। এর একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি হলেন করুণার আধার, দয়ার নিধান আল্লাহ তাআলা। তাঁর ইঙ্গিতেই পৃথিবীর সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ভূষিত করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব যদি তার আসল মালিককে ভুলে যায় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে, তাহলে তার মালিক তার প্রতি শুধু অসন্তুষ্টই হন না, বরং তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন। তবে আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতিশয় মেহেরবান ও দয়াময়, তাই তিনি তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রয়োগ করেন না। তিনি অবকাশ দেন, বারবার সুযোগ দেন।

তা ছাড়া আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহ তাআলার কাছে এ দোয়া করেছিলেন যে তাঁর উম্মতকে যেন আগেকার উম্মতের মতো শাস্তি তথা মানবাকৃতিকে বানর, শূকর ইত্যাদির আকৃতিতে রূপান্তর, পাথরের বৃষ্টি, ভূমি উল্টিয়ে দেওয়ার মতো কঠিন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট করা না হয়।
আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার কিছু কারণ নিম্নরূপ—

পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেলে

মানুষ পাপ করতে করতে যখন পাপের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই আল্লাহর শাস্তি নাজিল হয়। পাপিষ্ঠ ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা তখনই ধরেছেন, যখন সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 'হে মুসা! তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে গেছে।' (সুরা ত্বাহা : ২৪)

নমরুদকে আল্লাহ তাআলা তখনই শাস্তি দিয়েছেন, যখন সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করেছে। অনুরূপভাবে আদ, সামুদ প্রভৃতি জাতিকে তাদের সীমাহীন পাপাচারের কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বনি ইসরাইলরা আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে অস্বীকার, উত্তম জিনিস তথা মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে খারাপ জিনিস তথা ভূমির উৎপন্ন জিনিস চাওয়া, আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত ভোগ করেও অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে চির লাঞ্ছনা ও আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে। আগের নবীদের এসব কাহিনী পবিত্র কোরআনে আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে যদি উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)ও তাদের মতো

পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের পরিণতিও অনুরূপ হবে এবং একই ভাগ্য বরণ করতে হবে।

বিধর্মী কার্যকলাপের ফলে

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন সরকারি মালকে নিজের মাল মনে করা হয়, আমানতের মালকে নিজের মালের মতো ব্যবহার করা হয়, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হয়, ইসলামী আকিদাবর্জিত বিদ্যা শিক্ষা করা হয়, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়, মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, বন্ধুদের আপন মনে করা হয়, বাবাকে পর ভাবা হয়, মসজিদে শোরগোল করা হয়, পাপী লোক গোত্রের নেতা হয়, অসৎ ও নিকৃষ্ট লোক জাতির চালক হয়, ক্ষতির ভয়ে কোনো লোককে সম্মান করা হয়, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন অধিক হয়, মদ্য পানের আধিক্য ঘটে, পরবর্তী সময় লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের বদনাম করে—তখন যেন তারা অপেক্ষা করে লু হাওয়া (গরম বাতাস), ভূমিকম্প, ভূমিধস, মানব আকৃতি বিকৃতি, শিলাবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি ইত্যাদি কঠিন আজাবের, যা একটার পর আরেকটা আসতে থাকবে, যেমন হারের সুতা ছিঁড়ে গেলে মুক্তার দানাগুলো একটার পর একটা পড়তে থাকে। (তিরমিজি)

ব্যভিচার, মাপে কম দেওয়া ইত্যাদি অপকর্মের ফলে

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাজিরদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে, যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে পড়ো বা তা তোমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবে খুবই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যেন এ পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়।'

ক. ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না।

খ. 'মাপে কম দেওয়া।' এ মন্দ কাজ যদি কোনো জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

গ. ‘জাকাত’ না দেওয়া। এ মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। যদি সে অঞ্চলে পশু বা পাখি না থাকত, তবে আদৌ বৃষ্টি হতো না।

ঘ. আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। এ মন্দ কাজ যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অমুসলিমদের আধিপত্য চাপিয়ে দেন। আধিপত্যবাদীরা তখন মুসলমানদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।

ঙ. ‘কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো।’ যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তাআলা মুসলিম সমাজে ভাঙন সৃষ্টি করে দেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি শুরু হয়ে যায়।’ (বায়হাকি, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১০১৯)

হজরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বীনের কার্যকলাপে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দেওয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে জিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক মাপে কম দিলে তাদের রিজিক সংকুচিত করে দেওয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে অন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা করা হলে সে গোত্রে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে শত্রুতা প্রবল করে দেওয়া হয়। (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত : পৃ. ৪৫৯)

অন্যায় কাজে বাধা না দেওয়ার ফলে

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া ফরজ। মুমিন এ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। হজরত হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই ন্যায় কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমাদের পরিত্যাগ করা হবে এবং তোমাদের দোয়াও কবুল করা হবে না।’ (তিরমিজি)

অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে

অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম। কথিত আছে, হজরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল যেদিন হাবিলকে হত্যা করে, সেদিনই পৃথিবীতে প্রথম ভূমিকম্প হয়। কেননা অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সে সদা সেখানে অবস্থান করবে।' (সুরা নিসা : ৯৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকবে। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ! বিষয়গুলো কী কী? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন : ১. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। ২. জাদুটোনা করা। ৩. যথাযথ কারণ বাদে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের সম্পদ গ্রাস করা। ৬. রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। ৭. মুসলিম সরলা নির্দোষ মহিলাদের নামে ব্যভিচারের দুর্নাম রটনা করা। (মিশকাত, প্রথম খণ্ড, বাবুল কাবাইর ওয়া আলামাতুন নিফাক, সহীহ বুখারি, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদিস নম্বর : ২৭৬৬)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৬৮৬, সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ২৫)

দুনিয়াপ্রীতি বৃদ্ধি পেলে

মুমিন দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে অধিক ভালোবাসে। সাহাবায়ে কিরাম দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতেন এবং দ্বীনের জন্য মরণকে বেশি পছন্দ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—আমার উম্মতের ওপর এমন দুঃসময় আসবে, যখন অন্যান্য জাতি তোমাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—না, বরং তোমরা সংখ্যায় অনেক হয়েও বন্যার ফেনার মতো ভেসে যাবে। দুশমনদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি ও

প্রভাব-প্রতিপত্তি উঠে যাবে। তোমাদের অন্তরে ওহান (কাপুরুষতা) সৃষ্টি হবে। একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওহান কী? রাসুল (সা.) বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়। (আবু দাউদ) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চারটি বিষয় ক্ষতিকর : ক. চোখ নষ্ট হওয়া, খ. কলব শক্ত হওয়া, গ. দীর্ঘ আশা করা ও ঘ. পার্থিব লোভ।

ধনীরা কৃপণ হলে

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে উত্তম লোকরা তোমাদের নেতা (রাষ্ট্রপ্রধান) হয়, ধনীরা দানশীল হয় এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, তখন তোমাদের জন্য জমিনের নিম্নভাগ থেকে জমিনের উপরিভাগ উত্তম। আর যখন তোমাদের মধ্যে ধনী লোকরা কৃপণ হয়, কার্যাবলি মহিলাদের নির্দেশমতো চলে, তখন তোমাদের জন্য জমিনের উপরিভাগ থেকে জমিনের নিম্নভাগ উত্তম।' (তিরমিজি, পৃষ্ঠা : ৪৫৯)

লেখক : প্রধান ফকিহ, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী

Reference: https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2017/02/24/467264

আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করলেন। জিন ও ইনসান বানালেন শুধুই তাঁর পরিচিতির জন্য। মানুষকে খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে পাঠালেন। যাঁরা দায়িত্ব পালনে সফল হবেন, তাঁদের সম্মানিত করবেন বন্ধুত্বের মর্যাদায়। মানুষ সামাজিক জীব ও প্রকৃতির অংশ, সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন জরুরি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর শত–সহস্র বছর আগেই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন প্রাকৃতিক সম্পদে। আগুন, পানি, বাতাস, মাটি—এ মূল চার উপাদানে সৃজন করলেন প্রকৃতি। পাহাড়, সাগর, নদী–নালা, খাল–বিল, গাছপালা, উদ্ভিদ ও তৃণলতা; ফলমূল, বৃক্ষ–তরু; পশু–পাখি, জীব, জড়, প্রাণী—এসব দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ করে সাজালেন এই জগৎ ও সংসার।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদি পিতা হজরত বাবা আদম (আ.) থেকে শুরু করে দ্বিতীয় আদমখ্যাত নবী ও রাসুল হজরত নূহ (আ.)–এর আগ পর্যন্ত বহু নবী–রাসুলকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতিকে সাজিয়ে মানুষের বসবাসযোগ্য সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়ে। তত্পরবর্তীকালেও সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সব নবী–রাসুলই শহর, বন্দর ও নগর নির্মাণ করেছেন।

সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা ও সামাজিক সাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজন দূষণমুক্ত প্রকৃতি ও সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ। জলবায়ু ও আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন মানবসভ্যতার জন্য এক অশনিসংকেত। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, বরফ গলে যাওয়া এবং ওজোনস্তরের ফুটো বা ফাটল সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, জল–স্থলে বিপর্যয় মানুষের কৃতকর্মের ফল। (আল–কোরআন, সুরা-৩০ রুম, আয়াত: ৪১)।

এমতাবস্থায় এমন আজাব ও গজব তথা সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, যা থেকে কেউ রক্ষা পাবে না এবং সে প্রকৃতির রোষ থেকে নিরপরাধ লোকেরাও রেহাই পাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম (অত্যাচারী-অপরাধী) কেবল তাদিগকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।’ (সুরা-৮ আনফাল, আয়াত: ২৫)।

এ প্রকার সামাজিক ও জাতীয় দুর্যোগের কারণ হলো ‘আমর বিল মারুফ’ তথা ‘সৎকাজের আদেশ’ ও ‘নাহি আনিল মুনকার’ অর্থাৎ ‘অসত্কাজের নিষেধ করা’

ছেড়ে দেওয়া। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো বিশ্বাস, সত্কর্ম, সদুপদেশ ও ধৈর্য। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন, ‘সময়ের শপথ! মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।’ (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)।

মানুষের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য অন্য যে গুণটি বিশেষ প্রয়োজন, তা হলো দায়িত্বশীল হওয়া। সৎকর্ম ও কর্তব্যপরায়ণতা ব্যতীত শুধু ইমান মানুষকে অনিষ্ট, অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে না। অন্য যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি পারস্পরিক, যা সামগ্রিক ক্ষতি, অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য একান্ত জরুরি তা হচ্ছে সৎকর্ম, সদুপদেশ ও ধৈর্য তথা সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যেমন শুদ্ধাচার, সত্যপ্রীতি, সত্যনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেবে। এই জিনিসই সমাজকে পতন ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেবে। যারা নিজেরা সৎ থাকবে, কিন্তু সমাজে অন্যায় দেখে নীরব থাকবে, তারাও একদিন সবার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথাই বলা হয়েছে হজরত দাউদ (আ.) ও হজরত ঈসা (আ.)–এর ভাষায়, ‘বনি ইসরাইলদের লানত ও অভিশাপ দিয়ে। এই লানত ও অভিশাপের কারণ ছিল তাদের সমাজে পাপাচার, অন্যায় ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থেকেছিল।’ (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ৭৮-৭৯)।

নগর সুরক্ষা ও নাগরিকদের জান–মালের নিরাপত্তার জন্য আমাদের সব নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা ও নবীজি (সা.)–এর সুন্নাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করা এবং হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বিনষ্ট করার দায়ে আল্লাহর আদালতে জালিম হিসেবে অভিযুক্ত হতে হবে।

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব ও আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের সহকারী অধ্যাপক

Reference: https://www.prothomalo.com/religion

মানুষ পাপ করতে করতে যখন পাপের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখনই আল্লাহর শাস্তি নাজিল হয়। বালা-মুসবিত মানুষের কৃতকর্মই আহ্বান করে থাকে, যেমনটা পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিণামে তিনি কর্মের শাস্তির স্বাদ তাদের ভোগ করাবেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে' (সূরা আর রুম : ৪১)। অন্য আয়াতে বলেন 'আর তোমাদের কৃতকর্মের কারণই তোমাদের ওপর বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন' (সূরা আশ শুরা : ৩০)।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে কেন আজাব-গজব পাঠান সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে আমাদের সতর্ক করেছেন; কিন্তু আমরা এ বিষয়ে উদাসীন। দিনের পর দিন আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অমান্য করেই যাচ্ছি। আমাদের এমন কার্যকলাপের ফলেই একের পর এক আজাবের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি।

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যখন সরকারি মালকে নিজের মাল মনে করা হয়, আমানতের মালকে নিজের মালের মতো ব্যবহার করা হয়, জাকাতকে জরিমানা মনে করা হয়, ইসলামী আকিদাবর্জিত বিদ্যা শিক্ষা করা হয়, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়, মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়, বন্ধুদের আপন মনে করা হয়, বাবাকে পর ভাবা হয়, মসজিদে শোরগোল করা হয়, পাপী লোক গোত্রের নেতা হয়, অসৎ ও নিকৃষ্ট লোক জাতির চালক হয়, ক্ষতির ভয়ে কোনো লোককে সম্মান করা হয়, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন অধিক হয়, মদ্য পানের আধিক্য ঘটে, পরবর্তী সময় লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের বদনাম করে—তখন যেন তারা অপেক্ষা করে লু হাওয়া (গরম বাতাস), ভূমিকম্প, ভূমিধস, মানব আকৃতি বিকৃতি, শিলাবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি ইত্যাদি কঠিন আজাবের, যা একটার পর আরেকটা আসতে থাকবে, যেমন হারের সুতা ছিঁড়ে গেলে মুক্তার দানাগুলো একটার পর একটা পড়তে থাকে। (তিরমিজি)

তেমনিভাবে আরো বলা হয়েছে, ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না।

যেমনটা নিকট অতীতেও করোনা মহামারী আমাদের আক্রান্ত করেছে। বলা হয়, যদি কেউ মাপে কম দেয়। তাহলে সে জাতির মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

আজাব আসার কারণ হিসেবে হাদিস শরিফে আরো বলা হয়েছে, যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তাআলা মুসলিম সমাজে ভাঙন সৃষ্টি করে দেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি শুরু হয়ে যায়।' (বায়হাকি, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১০১৯)

হজরত ইবন আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বীনের কার্যকলাপে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দেয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে জিনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক মাপে কম দিলে তাদের রিজিক সংকুচিত করে দেয়া হয়, কোনো সম্প্রদায়ে অন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা করা হলে সে গোত্রে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়, কোনো সম্প্রদায়ের লোক অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে শত্রুতা প্রবল করে দেয়া হয়। (মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত : পৃ. ৪৫৯)

আজ আমাদের সমাজে করোনা ভাইরাস, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, বন্যা-প্লাবন, অগ্নি ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্প, ভূমিধস, দ্রব্যমূল্যে মহামারী এগুলো আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ আমাদেরকে বারবার এমন আজাব দিয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছেন। এরপরও যদি আমরা দ্বীনের পথে ফিরে না আসি। কুরআনভিত্তিক সমাজব্যবস্থা না করি, তবে এর চেয়েও ভয়ংকর আজাব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

Reference:

https://www.dailynayadiganta.com/religion/668504